পয়লা বৈশাখ
 লেখকঃ মহিউদ্দীন

বন্ধু তুমি আসবে বাড়ি
হাতে দিয়ে কাঁচের চুড়ি,
খোপায় পরবে বকুল ফুল
কানে দিবে ঝুমকা দুল,
আলতা মেখে নুপুর পায়ে
বেনারশী শাড়ি পরে।

বসতে দেবো খেজুর পাটি
না হয় একটা কাঠের ফিড়ি,
রাত পোহালে খেতে দিবো
পান্তা ভাতে ইলিশ ভাজি,
লংকা লবন পেয়াজ দিবো
আখের গুড়ের ক্ষীর রাধিবো।

শুতে দিবো কুড়ে ঘরে
মাচান পাতা আছে মোরে,
তৈল মাখানো বালিশ দিবো
মাচানের ওপর ধুকড়া পাড়বো,
সারা রাত্রী গল্প করবো
পুরোনো দিনের স্মৃতি।

পহেলা বৈশাখ এলে পারে
ধুম বেধে যায় মাঠে ঘাটে,
লাঙল কাধে রাখাল ছেলে
গরু দুটো যাচ্ছে তেড়ে,
চাষী ভাই করে চাষ
কাজে নাই হেলা।

তৃষ্ণা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে
বাবলা গাছের তলে,
মাঠের যতো রাখাল ছেলে
গাছের ছায়ায় বসে,
গানে গল্পে মেতে ওঠে
ভরা দুপুর কালে।

ছেলের জন্য কিনে দিবো
গামছার সাথে লুঙ্গি,
মেয়ের জন্য নিয়ে আসবো
গ্রামিণ তাঁতের শাড়ি,
কুশুরের গুড় দিবো সাথে
হাড়িতে ভাজা মুড়ি।

যাওয়ার সময় বেধে দিবো
হাতের তৈরী মুয়া,
মোটা ধানের চিড়া দিবো
কাইকি ধানের খৈ,
আমার কথা মনে রেখো
ভুলনা যেনো সই।

 সমাপ্ত